নমঃ সচ্চিদানন্দ হরয়ে।

জীবন-সঙ্গীত।

প্রথম ভাগ।

তৃতীয় সংস্করণ।

(পরিবর্দ্ধিত)

গানাৎ পরতরো ন হি।

শ্রীনন্দলাল বন্দোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
রচিত ও গীত।

কলিকাতা,
উইকলী নোট্‌স প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,
৩ নং হেষ্টিং ষ্ট্রীট।

সন ১৩০৭ সাল।

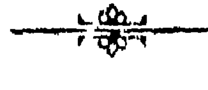
মূল্য ।০ আনা

উপহার



ফুটেছিল ফুল হৃদিকাননে।
গেঁথেছিনু মালা অতি যতনে॥
ভকতি চন্দন তাহে লেপিয়ে।
দিয়াছিনু প্রভু পদে পরায়ে॥
ভাই বোন জন্য দেব প্রসাদ।
লইয়ে এসেছি করি আহ্লাদ॥
স্বর্গের নির্ম্মাল্য পর হে গলে।
দেখিব কেমন মাণিক জ্বলে॥
যে সুখ পেয়েছি, বলিব কত।
গেয়ে দেখ ভাই, পাইবে তত॥
মাতিয়ে মাতাই, ভাই ভগিনী।
মাতায়ে মাতি পুনঃ আপনি॥

সূচী পত্র।



সঙ্গীত।			পৃষ্ঠা

সঙ্গীত।			পৃষ্ঠা।

সঙ্গীত।			পৃষ্ঠা।
শুনে যা ভাই ঐক্যতান	...	...	৪৭
সকলি দিয়াছ ...	...	...	৬২
সদা বল হরি হরি ...	...	...	৭
সবে বল ধর্ম্মের ...	...	...	৫১
সাড়া পেয়ে ছুটে ...	...	...	২১
সার্থক জীবন মম ...	...	...	১৪
সিন্ধুতে এক বিন্দু ...	...	...	১৩
সুধামাখা হরি ...	...	...	৫২
সে যে আমার ...	...	...	২১
সুপ্রভাত নিশা ...	...	...	৫৬
হরি নামে না মজিলি	...	...	৮
হরি নামে কত সুখ	...	...	২৮
হরি পদে মজ ...	...	...	১৬
হরি হে আমারে ...	...	...	৯
হরি হরি বল ওহে মন বৃথা	...	...	২৯
হরি হরি বল ওরে মন, এতে	...	...	৩০
হরিরূপ সাগরে ...	...	...	৯
হরি তুমি লুকাবে ...	...	...	১৯

জীবন-সঙ্গীত।

প্রথম ভাগ।



"গানাৎ পরতরো ন হি।"

প্রাতঃকাল।

ভৈরব।—একতালা।

প্রভাত আরতি, করিছে প্রকৃতি,
নিভৃত নিকুঞ্জ, কাননে।
তাই একে একে, উঠে সবে জেগে
হরি হরি বলি, বদনে।
থরে থরে কত, কুসুম ডালি
বন ফুলে শোভে, বনমালী,
গুণ গুণ গুণ, গাইছে অলি
ঝঙ্কারে ওঁকার, সঘনে।

তরুলতা করি প্রাতঃস্নান
শিশিরসিক্ত দণ্ডায়মান,
নত করি শির করে প্রণাম
জয় জয় জগ বন্দনে।
ভাবেতে বিভোর হয়ে সমীরণ
হেলিয়া দুলিয়া করিছে ভ্রমণ,
লতা পাতা ফুলে দেয় আলিঙ্গন,
জয় জয় মন মোহনে।
দেব কন্যা উষা দেখে সে ঘটা
ধীরে ধীরে তুলে মুখের ঘোমটা,
পূরব গগনে অরুণ ছটা
জয় জয় হৃদি শোভনে।
সহসা বিহগ ভাঙ্গিয়ে ঘুম
দেখে চারিদিকে লেগেছে ধুম,
আর কি থাকিতে পারে নিঝুম
গাইছে ললিত পঞ্চমে।
সুখের উৎসবে শুকের বাতি
ভাই বোনে করি মঙ্গল আরতি,

জয় জয় জয় জগত পতি
প্রণমি তোমার চরণে। ১।

ললিত—ঠুংরি।

আর নাই রাতি, পূরবে ভাতি
গাও জগপতি মঙ্গল গাথা,
মঙ্গল স্মরি ওঠ নর নারী
ভকতি করি শুন হরি কথা।
ফুটন্ত ফুলে ভ্রমর দোলে,
গুণ গুণ রোলে কার গুণ রটে;
ডালে বসি পাখি, সুললিত ডাকি
বলে মেল আঁখি, সুপ্রভাত বটে।
আলোক আঁধারে কোলাকুলি করে
দুইটী সোদরে স্নেহ প্রেমভরে;
প্রভাত বায়ু, পরশিয়া স্নায়ু
বাড়াইয়ে আয়ু চলে ধীরে ধীরে।
শিশির ফোটা মুকুতা ছটা
শোভিত পাতা কিবা মন হরে;

সহজে রসনা শিখাতে হল না
করে নাম রটনা হরে হরে হরে। ২।

রামকেলী।—তৃতালী।

মধুর মৃদঙ্গ বাজে
তাল মান সুরে অনুরাগ ভরে
বিভু চরণ সরোজে মন ভৃঙ্গ রাজে;
প্রিয় দরশনে, প্রাণ রমনে
দেখি আঁখি ভরি হৃদয় রাজে।
ধুই পাদ পীঠ নয়ন আসারে
ছাই প্রেম ফুলে যেখানে যা সাজে;
ভুলি শোক লভি তৃপ্তি শান্তি
রাখি প্রাণ তাঁর কাজে। ৩।

বাগেশ্রী।—তৃতালী।

মা বলিয়ে কেন ডাক না।
রসনা রসনা মায়ের তুল্য নাম পাবি না;
ভক্ত কোলে ভগবতী, চিত্তবিনোদিনী সতী
চিদঘন মুরতি হৃদে হের না।

মায়ের আজ কৃপাগুণে মিলি ভ্রাতা ভগ্নীগণে
করিব আনন্দ মনে মায়ের বন্দনা;
মধুময় হইল সব মধুর হইল ভব
মধুর মধুর উপাসনা। ৪।

কাল্যাংড়া।—আড়খেমটা।

ভক্তি করে ডাক দেখি মন কেমন হরি থাকতে পারে;
দয়াময় নামে তিনি পরিচিত এ সংসারে।
ভক্তাধীন ভগবান, ভক্তের রাখেন মান
ভক্তিডোরে শ্রীচৈতন্য বেঁধেছিল তাঁহারে;
প্রহ্লাদ ঐ নামের বলে, মরে নাই অনলে জলে
পান করি হলাহলে অমর এই চরাচরে। ৫।

(বাউল) ভৈরবী।—একতালা।

বিফলেতে দিন গেল হরি না ভজিয়ে
তবু উদাসীন, আর কি পাবে দিন
জাগ থেক না ঘুমায়ে।
(তোমার) নাহি স্বার্থ জ্ঞান, আছে অভিমান
বড় বুদ্ধিমান এ সংসারে;

আপনি না ভজিলে, কারে ভজিতে না দিলে
আছ ঘাসের গাদায় কুকুর শুয়ে।
হরি পরম স্বার্থ; পরম পুরুষার্থ
বুঝে যেবা অর্থ যত্ন করে
সে যে ক্ষতি লাভ বুঝেছে; সকলে জিতেছে
হৃদয়ে ধরেছে করুণালয়ে।
(তোমার) এই যে ধন জন, নিশার স্বপন
যাবে কি কখন, পরপারে;
হরি বলেছেন আমাকে, (মন রে) হৃদয়ে বসে থেকে,
দিবেন পার করে অসময়ে। ৬।

(কবি ভাঙ্গা) বিভাস।—আড়খেম্‌টা।

এমন দয়াল হরির মধুর নামে
যদি রুচি না হল;
তবে কুভোজন করিয়ে রে মন
উৎকট রোগ জন্মাল।
তোমায় বারে বারে নিষেধ করি;
বিষয় বিষ খেও না; তুমি আপনার
বুদ্ধি আপনি মলে, কার দোষ দিব বল।

তোমায় মনে করি বুঝ্‌য়ে বলি গোটা দুই কথা,
সদা কুসঙ্গে কুপথে ফের দেখা পাই কোথা;
হলে দিনে দিনে জরা জীর্ণ
ওরে কাল নিকট হল।
হরিনাম মহৌষধি কররে সেবন
চোরা সন্নিপাত রে তোর হবে নিবারণ,
একবার আনন্দ বদনে হরি হরি বল। ৭।

(বাউল) আলেয়া।—শ্লথ তৃতালী।

সদা বল হরি হরি;
সদা বল হরি হরি, হরি ভবের কাণ্ডারী।
হরি নাম রে নয় সামান্য, নামে পাগল শ্রীচৈতন্য,
নারদ ঋষি হলেন ধন্য, বীণা যোগে গান করি।
হরি নামে জগাই মাধাই তরিয়েছিল গৌর নিতাই,
আমরা তরে যাব সবাই, কেন সমন ভয়ে মরি।
হরি নাম নিলে মুখে, পরশে যাইয়া বুকে
হৃদয় ভাসে স্বর্গ সুখে আর কি এ নাম ভুলতে পারি। ৮।

ঐ।—ঠুংরি।

হরি নামে না মজিলি; পাষাণ কেন না হলি।

এমন অমিয় ফেলি, বিষয় বিষ ভখিলি
কতই যাতনা পেলি, বিঘোরে প্রাণ হারালি।

পেয়ে মানব জনম, না হল হরি ভজন
জীবনে মৃত সমান, কি করিতে কি করিলি।

বিষয় কিরে এত মিষ্ট, যাতে পাও কত কষ্ট
না ভাবিলে আপন ইষ্ট, দুষ্ট বুদ্ধে নষ্ট হলি।

একাকী ভবের কূলে, ডাকি তোমায় আকুলে;
দাও হরি পারে তুলে, কর যোড়ে কেঁদে বলি। ৯।

মুলতান।—তৃতালী।

এই কি তুমি মম প্রাণাধার;
পূজি তোমারে দিয়ে প্রীতি ফুলহার।

তুমি কি হৃদি কন্দরে, এই শ্রীমন্দিরে—
কেন প্রাণ উথলে আনন্দে অপার।

তুমি কি রসনা মূলে, নইলে কেন হরি বলে
কেন ভাসি নয়ন জলে, উদাস প্রাণ আমার;

কেন হৃদয়ে শোণিত ছুটে, মুখে নাহি কথা ফুটে,
ভববন্ধন টুটে পরশে তোমার।
আঁখি নিমীলিত করি, বসি যোগাসনোপরি
তোমারে নাথ ধ্যানে ধরি, একান্তে এবার;
আমাতে খেলিছ তুমি, তোমাতে মগন আমি,
আমি তুমি তুমি আমি হয়ে একাকার। ১০।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ।—মধ্যমান।

হরি রূপ সাগরে ডুবেছে (এ প্রাণ আমার)
আমার কপাল গুণে সে সাঁতার ভুলেছে।
মন তার উদ্দেশে গেল, আজ গেল কাল গেল,
ফিরে তো আর না আসিল সে জাদু করেছে।
যদি প্রাণ মন সব গেল, কি লইয়ে আর থাকি বল,
তোমরা গিয়ে দেশে বল সে ডুবে মরেছে। ১১।

ভৈরবী।—একতালা।

হরি হে আমারে করিলে দয়া;
দিয়ে দরশন ভরিয়ে প্রাণ
টুটিলে সব দুঃখ মায়া।

পাষাণ হৃদয় বিগলিত হল, অসাড় রসনা
তব গুণ গাইল, সর্বেন্দ্রিয় মিলি চরণ সেবিল,
শীতল হল তাপিত হিয়া।
নয়নে বহিলে গঙ্গা যমুনা, ভাব লহরি
না যায় গণনা খেলিছে তাহে প্রাণ পতি হে,
বিতরিয়ে তব চরণ ছায়া। ১২।

রামপ্রসাদী।

মা তোমার কোলে লুকাব;
তোর স্নেহ পিতে পিতে সাধ পুরে ঘুমাইব।
হাসি হাসি মুখ খানি তোর, অনিমেষে নিরখিব—
ভাবে হয়ে ভোলা ধরে গলা, ওষ্ঠে মা তোর মিশাইব।
প্রেম ভাল বাসা হয়ে, তোর মা বক্ষে পসিব;
অনুরাগ ভরে চেয়ে মা তোর, নয়ন কোণে প্রবেশিব।
তোর অলঙ্কার পরে মাগো, মা হয়ে সেজে বসিব;
এবার কে কারে মা বলে ডাকে একাকার হয়ে যাব। ১৩।

দেশ।—তৃতালী।

তোমা বিনা আর আমাদের কে আছে হে;
পিতা বল মাতা বল, সকলি যে তুমি
দুঃখে সুখে সদা থাক হে নিকটে।
যখন বিপদে পড়ি ডাকি দয়াময়
অমনি আসিয়া দেখা দাও হে আমায়,
দীন হীন জনে দাও পদাশ্রয়
তোমা হেন সখা মম, কে আছে বল জগতে। ১৪।

আলেয়া।—আড়াঠেকা।

মা আমার অন্তরে রূপে আলো করে;
ডুবেছে মন প্রাণ রূপ সাগরে।
মায়ের ঐ পদতলে, সাধু ভক্ত দলে দলে
অলি যেমন শতদলে, কি শোভা ধরে।
দেখিলে মায়ের মুখ, দূরে যায় সব দুখ
মা নহেন তারে বিমুখ, যে ডাকে কাতরে।
বুকে ধরে রাঙ্গা পদ, তুচ্ছ করি রাজ্যপদ,
বিপদ হয় সম্পদ, শমনে কে ডরে।

বিরহে হই আকুল, দেখিলে হই পাগল
আমার একি হল বল, জানাই কারে। ১৫।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ।—মধ্যমান।

আমি কি আর আমাতে আছি;
পাগল মাকে মা বলে পাগল হয়ে গিয়েছি;
পিপাসায় হইয়ে কাতর, কেন এলাম প্রেম সাগর
ঘটিল বিপদ ঘোর, অকুলে পড়েছি।
কেন হেরিলাম সে মধুর হাসি, পরাণে লাগিল ফাঁসী
সব ঘুচালে সর্ব্বনাশী পথের কাঙ্গাল হয়েছি। ১৬।

আলেয়া।—লোফা।

কি ধন লইয়ে বল থাকিব হে আমি;
সবে ধন অমূল্য রতন হৃদয়ের ধন তুমি।
তোমারে হারায়ে, ব্যাকুল হইয়ে বেড়াই যে আমি;
যাইব কোথায় পাইব তোমায় বল অন্তর্যামি,
দাও দরশন, কাঙ্গাল শরণ দীন হীন আমি।
তোমারে ভুলিয়ে, সংসারে মজিয়ে, থাকিবে কোন জনা,
ধন মান লয়ে কি করিব সঙ্গেতো যাবেনা,

তুমি হে আমার, আমি হে তোমার, আমার চিরদিনের তুমি।
(তোমার চিরাশ্রিত আমি)।
তোমারে লইয়ে, সর্ব্বস্ব ছাড়িয়ে বৃক্ষতল (পর্ণকুটীরও) ভাল;
যখন তুমি হৃদয়নাথ, হৃদয় কর হে আলো।
আমি সব দুঃখ যাই পাসরিয়ে বলি আর যেও না তুমি,
আর যাইতে দিব না আমি (এই হৃদয় ছেড়ে)। ১৭।

সিন্ধু।—খং।

সিন্ধুতে এক বিন্দু ফেলে আত্মহারা হয়ে গেছি;
বড় ছোট মিশে গিয়ে দুজনেতে এক হয়েছি।
পাপ সংসারে আগুন দিয়ে নূতন করে ঘর বেঁধেছি;
বনের ঠাকুর গৃহে এনে কর্ত্তা করে বসায়েছি।
আমার আমি গেল কোথা, তার তত্ত্ব কিসের লাগি,
সে যে ব্রহ্মপুরে গেছে মরে এই সম্বাদ পাইয়াছি।
কেবলা কেবলা বলত সবে, এখন কেবলরাম হয়েছি;
মার আদরের গোপাল হয়ে খেয়ে খেলিয়ে বেড়াতেছে। ১৮।

(কবিভাঙ্গা) বিভাস।—আড়খেম্‌টা।

বড় আশার কথা কথা শুনেছি নাথ তোমার মুখেতে;
তুমি বলিয়াছ ভয় নাই রে, ওরে থাক্‌তে তোর দয়াল পিতে।
যখন যেখানে থাকি, দিবা নিশি দয়াল হরি তোমারে ডাকি;
পিতা মাতা ভাই বন্ধু সব পেয়েছি এক তোমাতে।
আমি অন্ধকারে আলোক দেখ্‌তে পাই,
সম্পদে বিপদে প্রভু ভেদ রাখ নাই,
ঐ যে মাভৈ-রবে পূর্ণ জগত, কেবল শুনি কাণ পেতে।
ওহে ধনী হবার বড় সাধ ছিল,
তোমা ধনে পেয়ে নাথ আশা পূরিল,
করলে এত ধনে ধনী আমায়, ধন আর ধরে না যে ঘরেতে। ১৯।

কাফী।—যৎ।

সার্থক জীবন মম নাথ সম্মিলনে;
শুভক্ষণে দেখেছিলাম তরুণ তপনে।
আজ ফুল ফুটেছিল হৃদয় উদ্যানে;
সোহাগে গাঁথিনু মালা কতই যতনে।
বাসনা পুরিল মম নাথ পরিধানে;
সফল নেত্র যুগল রূপ দরশনে।

সার্থক পূজোপহার নাথের গ্রহণে ;
সার্থক এ নমস্কার চরণ স্পর্শনে।
সফল প্রার্থনা হল ব্যাকুল ক্রন্দনে ;
শুনিলে দীনবন্ধু থাকি সন্নিধানে।
কিবা কথা শুনিলাম আপন শ্রবণে ;
সরস রসনা হল নাম সংকীর্ত্তনে ;
হইল ধ্যান সফল আত্মার ধারণে। ২০।

খাম্বাজ।—পোস্তা।

কত গুণের তুমি আমার প্রেমময় হরি ;
কি চক্ষে দেখেছি তোমায় ভুলিতে কি পারি।
গভীর বেদনা পাই, তব মুখ পানে চাই
হাতে যেন স্বর্গ পাই, দুখ পাসরি।
সজনে নির্জনে থাকি, তোমাকে লইয়ে সুখী ;
দুখের দুখী সুখের সুখী হৃদয়বিহারী।
কত ভাল বাস তুমি ভুলিতে কি পারি,
ঐ ভাবনা ভেবে ভেবে গুমরে মরি ;
প্রকাশ করিতে নারি চক্ষে বয় বারি।

তুমি নাথ প্রেমদাতা প্রাণের সঙ্গে কওহে কথা,
তোমায় ছেড়ে যাব কোথা, চরণে ধরি। ২১।

ভূপালী।—তৃতালী।

দেখা দিয়ে কোথা আর লুকাবে এখন।
অনাথ সনাথ হয় লভে যে চরণ—
দাও দাও হৃদে রাখি কাঙ্গালের ধন।
এখন জানি তোমার ঘর বাড়ী
যাঁতায়াতের বাড়াবাড়ী, আর কি পার
ওহে হরি করিতে বারণ? নয়ন মুদিয়া
হেরি তব প্রেমানন।
উপাসনা পুষ্পরথে যাই আকাশ পথে
নিমেষে বৈকুণ্ঠধামে করি হে গমন
যথা ভকত মাঝারে তুমি ভকত রঞ্জন। ২২।

ভূপালী।—তৃতালী।

হরি পদে মজ ওরে মন
ভুলি সুখ দুখ দারা ধন জন।

বৃথা চিন্তা বৃথা মায়া চিরস্থায়ী
নহে কায়া, এ তো মম অহং ছায়া
সঙ্গে সর্ব্বক্ষণ ;
ত্যজি যাই অন্তঃপুরে কেন বেড়াই
ঘুরে ঘুরে ; তাঁরি তরে আঁখি ঝরে
সে যে প্রাণধন। ২৩।

সারঙ্গ।—তৃতালী।

পাপ তাপে তাপিত জননি।
মানব সব হাহাকার রব ছাড়ে
দিবা রজনী।
হইল ম্লানতর যৌবন সুন্দর
পশি কীট তাহে করে ছারখার
জ্ঞান হত মদে মত্ত এমনি।
পাপ প্রলোভন, যেন হুতাশন,
নিরন্তর সবে করিছে দহন,
নাহি উপায় তব পায় মাগে ধরণী।
এমনি করিয়ে সারা জীবন যায়

তবু কি নাহি চেতনা পায়
যাতে মরে তাই করে তার তারিণী। ২৪।

মুলতান।—আড়াঠেকা।

এমন সখার প্রতি কেন এত উদাসীন
ওরে আমার পাষাণ প্রাণ মতি বুদ্ধিহীন।
সখা কত ভাল বাসে তোর দুখে সুখে কাঁদে হাসে
ছাড়ি নিজ গৃহবাসে তোর কাছে রাত দিন।
কেন বল শক্ত কথা সখা পান মনে ব্যাথা
ভাল করে কও না কথা তাই বুঝি আঁখি মলিন।
সখা যদি চলে যায় করবি তখন হায় হায়
তখন মজা দেখবে সবায় কেমন তুইর সুকঠিন।
সখা গেছে প্রেমে পড়ে তাই নারে যেতে ছেড়ে
আছে তোর দ্বারে পড়ে যেন কত কাঙ্গাল দীন হীন। ২৫।

সুরটমল্লার।—ঐ।

তোমারি কিরণ পেয়ে ফুটেছে হৃদি কমল
এস বসো তাহে নাথ পড়িয়াছে শতদল।

মলিন পঙ্কে টানিছে জলে ডুবাতে চাহিছে
ঊর্দ্ধমুখে তাই ডাকিছে তুমি ভরসা কেবল। ২৬।

ভৈরবী।—তৃতালী।

লুকাবে কোথায় (হরি তুমি)
তৃষিত নয়ন আমার পিছে পিছে ধায়।
যাবে তুমি হিমালয়ে রেখেছি তারে বলিয়ে
আছে উচ্চশির হয়ে প্রহরীর প্রায়।
পশিবে অতল জলে সে যে তোমায় ধরে তুলে
উত্তাল তরঙ্গচ্ছলে একি হল দায়।
বনে বনে ফুল পাখী দিবা রাতি ফিরে চৌকি
কোন বনে পালাবে দেখি ধরিবে তোমায়।
আকাশে আকাশ হয়ে যাবে বুঝি মিশাইয়ে
চন্দ্র তারকানিচয়ে ছাড়ে না তোমায়।
সতীর অবগুণ্ঠনে রহিবে কি সঙ্গোপনে
প্রকাশে মিষ্ট বচনে সিন্দূর ফোটায়।
ধূলো খেলার গোলে মালে মিশিবে শিশুর দলে
হেসে তারা ডেকে বলে (ও হে) হরি দেখ্‌বি আয়।

ভকত হৃদয়কমলে লুকাবে কোন কৌশলে
ভাসিয়ে নয়ন জলে বলে দেয় সবায়। ২৭।

বাহার।—তৃতালা।

এস সবে মিলে করি হরি সাধনা
হরি সাধনা মধুর উপাসনা—
রবে না রবে না পাপ যাতনা।
হৃদয় আসন পাতি বসায়ে তাঁহারে
পূজিব অভয় পদ ভকতি উপচারে;
দেখিব সুন্দর রূপ নয়ন ভরে।
রাখিব হৃদয়ে গাঁথি ছাড়িব না ছাড়িব না। ২৮

(বাউল) সুরটমল্লার।—যৎ।

কেমন করে থাকি বল সত্যেতে
থাকি সত্যেতে আমি থাকি পুণ্যেতে।
ইচ্ছা হয় সত্য বলি সত্যের সঙ্গে হাসি খেলি
সত্যের ক'রে নামাবলি পরি গায়েতে।
সত্যেতে ডুবিয়ে রব সত্যেতে চক্ষু মাজিব
সত্যের হাত ধরিব যাব সৎ পথে।

সত্যের লইয়ে বাতি করে তন্ন তন্ন পাতি পাতি
এ জীবনের মলা মাটী ফেলিব তফাতে। ২৯।

ঝিঁঝিট।—ঠুংরি।

সে যে আমার যতনের ধন
মন প্রাণ সদা তারে করে আকিঞ্চন!
নয়ন মুদিয়ে থাকি পলকে আঁধার দেখি
হৃদয় মাঝারে যদি না পাই দরশন।
রচিয়ে চিকণ হার দিই তারে উপহার
সে আমার আমি তার আপন হতেও আপন।
হৃদয়ে তাহারে পাই হাতে যেন স্বর্গ পাই
আর কিছু নাহি চাই বিনা শ্রীচরণ। ৩০।

ঝিঁঝিট।—একতালা।

সাড়া পেয়ে ছুটে আসিলাম নিকটে
তেমনি ক'রে একবার দাঁড়াও না (হৃদ্‌মাঝারে)
(দেখে জনম সফল করি)।
তোমারি নামে ফুটেছে ফুল
গন্ধে প্রাণ করেছে আকুল

যতনে গাঁথিয়া এনেছি মালা
আদর ক'রে একবার পর না।
(দেখি দেখি তোমায় কেমন সাজে)
বড় ভালবাস সদা মনে রাখ
বিবেক বংশীতে নাম ধরে ডাক
সে রব শুনিয়ে সংসারে মজিয়ে
থাকিতে তোমার পারি না। ৩১।

ঝিঁঝিট।—আড়াঠেকা।

আমার কেবা বল নাই,
শত শত ভগিনী শত শত ভাই।
মা আমার জগন্মাতা পিতা পরমপিতা
বিশ্ব জুড়ে বন্ধুতা কারেও না ডরাই।
তবু হই মর্ম্মাহত ভাই নয় মনের মত
পাপাচারে অবিরত জড়িত সদাই।
এ বড় লজ্জার কথা এ মুখ লুকাই কোথা
এমন কর্ম্মে ভগ্নী রতা মুখে বলতে নাই।
এ সব দেখে শুনে ইচ্ছা হয় যাই বনে
বেঁধে রাখে প্রাণের টানে যেতে নাহি পাই।

দিলি মুখে গালে কালি তবু নাই মন্দ বলি
তোদের শুভ করুন কালী দেখে মরে যাই। ৩২।

ভূপালী।—ঠুংরি।

জয় জয় মহিমা তোমারি
স্রষ্টা পাতা তুমি পিতা মাতা ধাতা
এ ভব সঙ্কটে তুমি পরিত্রাতা
দীনজন বান্ধব হৃদয়বল্লভ
অতি যতনের ধন প্রেমময় হরি।
সর্ব্ব ভুবন পতি জগজ্জন গুরু
শান্তিদাতা কৃপা কল্পতরু
সুর নর বন্দন পাপাসুর মর্দ্দন
সুজন পালন দুষ্টে দণ্ডধারী।
জল স্থল শূন্য করি পরিপূর্ণ
নূতন বিধানে নব অবতীর্ণ
নূতন বিভূতি সুন্দর মূরতি
এস নাথ নবরাগে রঞ্জিত করি।

অশব্দ অস্পর্শ অনন্ত অপার
অতি চমৎকার মহিমা তোমার
যে ডাকে কাতরে দেখা দেও তাহারে
তব নাম স্মরণে চখে বয় বারি। ৩৩।

ভৈরব।—ঠুংরি।

প্রভাত সময়ে বদন ভরিয়ে
গাও হরিগুণ ধাম।
উঠ নর নারী নিদ্রা ছাড়ি
দেখ হৃদয়ে প্রাণারাম
আঁধার নাশি মুখে আধ হাসি
বালক ইন্দু বিভাতি ;
উষার কোলে মহী সকলে
প্রকাশে জ্যোতির জ্যোতি।
হাসিছে ধরা বদন ভরা
কুসুম দন্তের পাতি ;
নাচে গায় বিহগে নব অনুরাগে
কাননে আমোদে মাতি।

সরসি সলিলে শ্বেত শতদলে
ভ্রমরে করে মধু পান
হরিপদকমল মধু চল ঢল
ভকতে করে মধু দান। ৩৪।

বসন্ত বাহার।– একতালা।

পাঁচ খানি দেহ একখানি হ'য়ে
করিব তোমারি কাম—
পাঁচ খানি মুখ একখানি ক'রে
গাইব তোমারি গান।
পাঁচ খানি হৃদয় একখানি হ'য়ে
ধরিব তোমারি ধ্যান
পাঁচ ভেয়ে হাত ধরাধরি ক'রে
চলে যাব স্বর্গধাম
পাঁচটী ভেয়ে জড়াজড়ি করে
চরণে লইব স্থান।
পাঁচটী হৃদয়ে ফুটে যত ফুল
গাঁথিয়ে মোহন মালা

পাঁচটী প্রাণ থরে থরে রাখি
সাজায়ে সুন্দর ডালা ;
পাঁচ ভেয়ের ভক্তি অনুরাগ যুড়ি
ওহে প্রাণ প্রাণ
পাঁচটী হৃদয়ের যাহা ছিল ভাল
করিব তোমারে দান। ৩৫।

ভৈরবী।—ছেপ্‌কা।

কিছু হল না (আমার)
সাধনা ভজনা কেবল আত্ম বঞ্চনা।
ভাবে কাঁদি ভাবে হাসি
ভাবে মজি ভাবে ভাসি
(কই) ভাবতো আমার স্বভাব হল না।
করিলেন দেব ঈশা ছাড়িয়ে প্রাণের আশা
হরিপদ ভরসা আত্ম বলিদান ;
যাতে প্রাণ দিতে হয় আমি মন দিলাম না
তপোধন তপোবনে মগন গভীর ধ্যানে
নিত্যানন্দরস পানে বাহ্যজ্ঞানহীন

পাছে ডুব দিতে হয় ভয়ে জলে নামলাম না।
হায় আমার কি হবে আর কতদিন যাবে
কেমনে পার হব ভবে কিছুই জানি না
এবার বাগে পেলে হরি ছেড়ে দিও না। ৩৬।

সুরটমল্লার।—শ্লথ তৃতালী।
(মধুকাণের।—সুর)।

দেখলাম নর নারী আঁখি নীরে
না পেয়ে জননীরে
নিবারে না পারে তৃষ্ণা নীরে।
কেহ বা বলে ধন জন
থাকিতে কেন রোদন
কেহ বা বলে কথা শোন
অমন ক'রে ভাবিসনি রে;
তবু কি ধৈরজ মানে
কাঁদে সে পরাণের টানে
(বলে) একাবার দেখা মাকে এনে
কখন হয়ে দেখিনি রে

কেহ পুত্র শোকে কাতরা
পতি বিরহে বিধুরা
বিত্ত নাশে দিশা হারা
মায়াময় ধরণী রে;
আর ত নাহি সান্ত্বনা
জগত জননী বিনা
না রবে মর্ম্ম বেদনা
ডেকে দেখ জননীরে। ৩৭।

মল্লার।—তৃতালী।

হরি নামে কত সুখ পাই
আয় প্রেম ভরে গাই।
তাই করেছি কণ্ঠের হার পাছে ভুলে যাই।
যখন বলি হরি হরি হৃদয়ে বিরাজেন হরি
রোমাঞ্চিত এ শরীর প্রেমে গলে যায়;
নামে তাঁতে হয়ে অভেদ দূর করে ভেদাভেদ
নামার্ণবে ঝাঁপ দিয়ে মনের খেদ মিটাই
পর্ব্বত নদী গহনে একাকী কি সজনে

দেখি ভেবে মনে মনে কোন অভাব নাই;
নাম যখন আছে ঘটে সকলি আপনি যোটে
তাই হয়ে নামের মুটে দ্বারে দ্বারে বিলাই।
দ্বিতন্ত্রীর সুর মিলায়ে গলার সঙ্গে ভিড়ায়ে
লক্ষটী ঠিক রাখিয়ে ধ্যানে বসে যাই;
আমারে আর কেবা পায় ধরেছি কাহার পায়
নিরুপায় পায় উপায় ঘুচে আপদ বালাই।
এ সংসার অরণ্যে পাপ প্রলোভনে
সুদিনে দুর্দ্দিনে এমন বন্ধু নাই;
প্রাণ মন দিয়ে তাঁরে সর্ব্বস্ব জনমের তরে
প্রেম গদ গদ স্বরে হরিগুণ গাই। ৩৮।

কীর্ত্তন।

হরি হরি বল ওরে মন বৃথা যায় রে জীবন।
যে জন্যেতে ভবে আসা সাধন ভজন;
পরম দয়ালু হরি দারিদ্র্যভঞ্জন।
কি লয়ে সংসারে থাকা কেবা কার আপন;
কি দুঃখে আর কাঁদ তুমি হরি তাপ হরণ।

তোরে বড় ভালবাসি এনেছি নাম রতন;
আদরে হৃদয়ে রাখ করে কণ্ঠের ভূষণ।
সংসার দুর্দ্দিনে, বিমুখ বান্ধব জনে;
ভীষণ শ্মশান-ভূমে, সহায় হরি নিরঞ্জন। ৩৯।

ঐ

হরি হরি বল ওরে মন, এতে লাভ বই ক্ষতি হবে না।
যত সাধু মহাজনে করে ঐ নামের বেচা কিনা;
তারা পেয়েছে পরম অর্থ বেদ পুরানাদি দেখ না।
মোটা লাভের ব্যবসা বটে তা কি তুমি জান না;
ওরে ঐ ব্যবসায় ধ্রুব প্রহ্লাদ করে গেছে রে বালাখানা।
তোর সাত পুরুষে একাল ধ'রে করে গেছেরে যত দেনা;
তা শোধে সাত পুরুষ বসে কর্‌বে রে বাবুয়ানা।
এতে ব্যাপার হবেই হবে সন্ধ কর না;
তা না হলে গৌর নিতাই বিল্‌য়ে যেতে পারত না।
হরি হরি বলরে মন দেখবি নামের কত মহিমা;
ওরে অনায়াসে তরে যাবি যমের বাবাও ছুঁতে পারবে না।
কথার কথা নয়রে মন করে কর্ম্মে দেখনা;

অসার ভাবনা ভেবে আর পুঁজি ভেঙ্গে খেও না।
শুনতে চাও না দেখতে চাও আমার সঙ্গে এস না;
নববিধানেতে ঘয়ে ঘরে আর দৌলত ধরচে না।
ঈষা মুসা মহম্মদ গৌর নানক নারদ কয়জনা;
এঁরা প্রতি জনে মহা ধনী মন চুটিয়ে কর বেচা কিনা।
কেশব সেন গদিয়ান্ সাবাস তার সাধন খানা;
ব্যবসা তুলেছে একচেটে করে খদ্দের ঝুকেছে ষোল আনা। ৪০।

ঐ

অন্তরে কেবল মন হরিরূপ ভায়;
প্রাণ পুলকিত অতি দেখি সে শোভায়।
নিমীলিত আঁখি আর নাহি মেলি চায়
পাছে চাইলে সে রূপ রাশি অমনি লুকায়।
ভক্ত সঙ্গে ভক্তবৎসল, অপরূপ দেখায়
এমন সুন্দর ঠাম, কেবা দেখেছে কোথায়।
হরিরূপ রসকূপ, নাহি তুলনায়
আমার হইল আজ, বোবার স্বপ্ন প্রায়। ৪১।

ঐ

ললিত।—খেম্‌টা।

বল রে বল হরি হরি বল,
এতে প্রাণ করে শীতল।
ক্ষীর ছানা নবনীত, খেয়েছ সকল,
সুধামাখা হরিনাম কেমন মিষ্ট বল।
পাপ রোগে, ভুগে ভুগে, হয়েছ দুর্ব্বল
সুব্যবস্থা নামৌষধি, সঞ্চারে অন্তরে বল।
ধন দারা পুত্র কন্যা, কেবা কার বল
অসময়ের বন্ধু হরি, চিরকালের সম্বল।
কিসের দুঃখ কিসের শোক, কেন চক্ষে জল
যার হরি সহায় তারে কাঁদায় কার সাধ্য বল।
এ সব দেখে শুনে মন আমার, হওরে সরল
কি ভয় জীবন মরণে, হরি পৃষ্ঠবল। ৪২।

ঐ

(ব্রহ্মসনাতনে আনন্দ অন্তরে ডাক সুরে)
নববিধানে রঙ্গে বিবাদ জ্ঞান আর প্রেমে।

জ্ঞান বলে সে যে হরি অনন্ত অপার
প্রেম বলে হৃদয়নাথ হৃদয়ে আমার
বলি ভাবনা কি আর।
জ্ঞান বলে অসীম তাঁর সীমা কেবা পায়
প্রেম বলে অসম্ভব অন্তরে দয়ায়
সে যে জানে সবায়।
জ্ঞান বলে নিরুবধি ডাক কি নাম ধরে
প্রেম বলে যা বলে ডাকি বুঝ্‌বে কেমন ক'রে
সে যে ঠারে ঠোরে।
জ্ঞান বলে নিরাকার কি দেখিবি চোখে
প্রেম বলে সোণার হরি দেখে যা ভাই বুকে
কত ব'লব মুখে।
জ্ঞান বলে নির্লিপ্ত সে কি সম্বন্ধ রাখে
প্রেম বলে অমন কথা এন নাকো মুখে
বড় বাজে বুকে।
জ্ঞান বলে অতীন্দ্রিয়ের তত্ত্ব কেবা জানে
প্রেম বলে দিবানিশি আছি তাঁর সনে
তা কে না মানে।

জ্ঞান বলে অগম্য তাঁর কেবা যাবে কাছে
প্রেম বলে তাই পিতা মাতা বন্ধু হয়ে আছে
সদা কাছে কাছে।

জ্ঞান বলে বুঝিনাকো কথার চাতুরী
প্রেম বলে পড়েছেন ধরা হৃদয় করে চুরি
রেখেছি গারদে পুরি।

জ্ঞান বলে অরূপের রূপ আবার কোথা
প্রেম বলে কি বুড় হয়ে খেলে চোখের মাথা
চিরকাল একই কথা।

জ্ঞান বলে অশব্দের শব্দ যায় কি শোনা ?
প্রেম বলে তাই শুনে শুনে হয়ে গেছি সোণা
এই চেয়ে দেখ না।

জ্ঞান বলে অস্পর্শে আছে স্পর্শ সুখ ?
প্রেম বলে তায় বুকে রেখে ভুলি সব দুখ
হেরে চাঁদ মুখ।

জ্ঞান বলে কি বা বোঝ তুমি পুরুষ না নারী
প্রেম বলে পণ্ডিত বট বিদ্যা তোমার ভারি
ক'রনাকো জারি।

জ্ঞান বলে জানি বেদ ললিতবিস্তর
প্রেম বলে আমার কাছে প'ড় দিয়ে ভরাভর
হবে প্রেমের সাগর।
জ্ঞান বলে প্রমাণ যুক্তি আছে লক্ষ লক্ষ
প্রেম বলে বিশ্বাসের কাছে কেবা সমকক্ষ
এতেই জীবের মক্ষ।
জ্ঞান বলে ওহে ভাই! দ্বন্দ্বে কাজ নাই
এস দু জনেতে সমতানে হরিগুণ গাই
বেশ ব'লেছ ভাই।
এইরূপে জ্ঞান প্রেমের বিবাদ ভাঙ্গিল
মনের আনন্দে সবে হরি হরি বল
রে ভাই হরি হরি বল। ৪৩।

কীর্ত্তন।—একতালা।

পাঁচ ভেয়ে আজ মাকে সাজায়ে
আয় ভাই দেখি নয়ন মেলিয়ে
(আহা মা কেমন সেজেছে রে) (পাঁচ ভেয়ের ফুলে
ঐ দেখ ভাই, মা হাসিছে যেন মা কত কি পেয়েছে

তাই আবার লয়ে সকলে দেখাচ্ছে
দেখিয়ে স্বরগ আনন্দে ভাসিছে;
আয় ভাই আয় ভেদাভেদ ভুলি
মার নামে সবে দুই হাত তুলি
গাই ভাই মায়ের নাম রে।
জয় মায়ের জয়, জয় মায়ের জয়, জননীর জয়,
ব্রহ্মকৃপা বলে রে ভাই কিবা নাহি হয়।
কই এলো স্বরগ রাজ্য কই এলো
(নর নারী কেঁদে বলে, ভাঙ্গা প্রাণ যোড়া দিতে,
সকল দুঃখ ভুলাইতে, ঘরে ঘরে মুক্তি দিতে,
ভেয়ে ভেয়ে মিলাইতে, সকল বিবাদ ভেঙ্গে দিতে
ঐ আসে বুঝি আসে রে (স্বরগ রাজ্য)
আয় ভেয়ে ভেয়ে বসি গলা ধরে।
(নহিলে আস্‌বে না আস্‌বে না, বেশ জানি
তাই এসেও আসে না)। ৪৪।

সাময়িক।

গাথা।—একতালা।

আজ শুভ দিনে, লইয়ে সন্তানে
হৃষ্টমনে, তব চরণে
বসেছে আসি, তব দাস দাসী
মাগিছে আশীষ, সন্তান কারণে।
কুল পাবন, ন্যায়পরায়ণ
সত্যভূষণ, হইয়ে অমর ;
থাকে তোমাতে, প্রেম ভক্তিতে
সংসারপথে, অটল স্থির।
তুমি স্নেহ হয়ে, আছ হৃদয়ে
পালিছ তনয়ে, পরম মাতা ;
হইয়ে সুপুত্র, করিছ কৃতার্থ
খুলি যোগনেত্র, দেখাও পিতা।
সম্পদে বিপদে, থাকি সমভাবে
দেখি তোমাকে মঙ্গলময়ী ;
করিগো প্রণাম, বরাভয় দান
আনন্দ বিধান, কর আনন্দময়ী !

কৃতজ্ঞতা উপহার, প্রেমপুষ্পভার
চরণে তোমার, দিলাম জননী;
করি প্রেম স্মরণ প্রেম কীর্ত্তন
থাকি প্রেমে মগন, দিবা রজনী। ৪৫।

বেহাগ।—একতালা।

পিতা পরম পিতার কোলে;
আমরা যে পিতৃহীন, কেহ যেন নাহি বলে।
কোথায় তাঁহার সেই, দিব্য দেহ কান্তি?
এই ত আমরা সবে তাঁরি প্রতিকৃতি
তাঁর অধিকারী ধনে, নহি কি গুণে?
পিতৃ-কীর্ত্তি রাখিব, আদেশ পালিব
ভাই ভগিনী প্রেমে মিলে।
কেমন প্রেমে গঠিত, হৃদয় খানি
যেমন ছিল রয়েছে তেমনি
দেবতার স্থানে, মোদের কারণে
মাগিছেন কত বর;
যেন মম স্থলে, থাকি অবনীতে

গায় তব নাম, পায় শান্তি সুখ;
যেমন সুখী আমি হরি বলে।
আর নাই সে ভাবনা, ভবের যাতনা
এবে নিবিয়াছে, শান্তি জলে,
পেয়ে অন্তে হরিপদ, পরম সম্পদ
নিত্য ধনে ধনী, রাখি হৃদি কমলে। ৪৬।

বসন্তবাহার।—ঝাঁপতাল।

অপার প্রেম সিন্ধুনীরে হইয়ে তরঙ্গ;
মহাদেশ পদমূল ধুইব করিয়ে রঙ্গ।
নানা মহাজনতরী, দুলে এই বক্ষোপরি
গায় হরিনামের সারি, বাজে বিধান মৃদঙ্গ;
মিলা'য়ে সেই সনাতনে, নববিধান কীর্ত্তনে
মাতাব জগৎ জনে, যেন প্রমত্ত মাতঙ্গ।
আজ তব দাস দাসী, শ্রীচরণ তলে বসি
মাগে বরাভয় আশীষ, তব নিত্য সঙ্গ;
যেন শত রসনার বলে, এই ক্ষীণ রসনা বলে
মা ব'লে তোমায় ডাকিলে, টুটে শমন আতঙ্গ। ৪৭।

বসন্তবাহার। —তিওট।

নববিধানের শ্রীমন্দির, শান্তি নিকেতন ;
যথায় সপার্ষদ শ্রীহরির অবতরণ।
ঈশা মূঁশা জন, নারদ ত্রিলোচন,
মহম্মদ শাক্য, গোরার সম্মিলন,
ভেদাভেদ দূর করি, যত সব নর নারী
বলে শ্রীহরি হরি পতিতপাবন।
যথায় মেক্কা আর বেথ্‌লিহেম,
কাশী নবদ্বীপধাম কপিলাবস্তু প্রয়াগ বৃন্দাবন,
যমযম যমুনা জর্ডান, বহিছে অবিরাম
অবগাহনে লভে জীব, নবজীবন।
করিতে বিধি প্রচার বিধান দরবার
আনন্দময়ীর, নববৃন্দাবন
উঠিছে তরঙ্গ কত, নবীন নবীন তত্ত্ব
করিছে পরাক্রমে ভুবন শাসন !
আয় রে আয় জগতবাসী
আঁয় ভাই সম্ভাবে মিশি
বিবাদ কুতর্কে, কিবা প্রয়োজন,

এস ডাকি ভাই মা মা বলে
পাষাণ প্রাণ যাক গলে
হলো নিশান্তে উদয় সুখের তপন। ৪৮।

(বাউল) বিভাস।- খেম্‌টা।

পাঠায়ে নববিধি, গুণনিধি বঙ্গ ভূমে অবতরি।
যাচিয়ে স্বর্গরাজ্য চতুর্ব্বর্গ বিলাচ্চ হে বাড়ী বাড়ী;
জীবের দুঃখ আর থাকল না ভয় ভাবনা এত যখন দয়া ভারি
সাজিয়ে নবীন সাজে ভক্ত মাঝে বল্‌ছ মুখে হরি হরি;
সঙ্গে লয়ে মহম্মদ মুশা গৌর ঈশা নানক নারদ আদি করি।
মিশে যমযম যমুনা জর্ডনে হয়েছে নূতন ত্রিবেণী
ভাস্‌ছ তার প্রেম হিল্লোলে তুফান তুলে সাজায়ে প্রেমের তরী
মজিল বিধিবাদী, নিরবধি অপরূপ রূপ নেহারি;
আয় রে আয় জগতবাসী হের আসি অবতীর্ণ দয়াল হরি! ৪৯।

বিভাস।—তাল ঐ।

ও সেই নবদ্বীপে, গৌরচাঁদে
দেখবে যদি পরাণ ভরি;

হয়ে প্রেমে মত্ত, কর নৃত্য
হরি হরি ধ্বনি করি।
রাগে রচিত, প্রেমে বিগলিত
সদা মুখে হরি হরি ;
হয়েছে বাহ্য শূন্য, শ্রীচৈতন্য
আহা কি রূপ মাধুরী।
লয়ে দন্তে তৃণ, হয়ে দীন
বিলাচ্ছেন প্রেম বাড়ী বাড়ী ;
নিবাতে দুঃখ পাপ, শোক তাপ,
ঢাল্‌চেন সুধা কলস পূরি।
শ্রীবাসের অঙ্গনে, সঙ্কীর্ত্তনে
নাচে গায় গৌর হরি
কভু হাসে কাঁদে, ভাবের ছাঁদে
ধুলায় ধূসর ধরায় পড়ি।
জীবের দুঃখে কাতর হয়ে, দণ্ড ল'য়ে
ওহে নবীন ব্রহ্মাচারি
বলি বলি যাচ্চ কোথায় নেযাও আমায়
আমি তোমার পায়ে ধরি।

(সঙ্গ ছাড়ব না ছাড়ব না)

(আর কি ধন ল'য়ে গৃহে রব)

ও সেই জগাই মাধাই, নষ্ট দু ভাই

তরালে হে দয়া করি

(হরি নাম দিয়ে হে)

আমি অতি ভক্তি বিহীন, নিতান্ত দীন

পাপভরে ডুবে মরি।

(আমায় তরাও তরাও হে হরিনাম দিয়ে)। ৫০।

সুরটমল্লার।—আড়াঠেকা।

ভারতগৌরব ওহে রাজা রামমোহন ;

অজ্ঞান আঁধারে তুমি প্রভাততপন।

জাগালে ভারত জনে, যে আলোক প্রদানে

ছাইল সে জ্যোতিঃ আজ, এ ভব ভবন।

বিধান ভিত্তি স্থাপন, করে গেছে গুণধাম

গায় যার যশোগান, বিধিবাদিগণ

এবে তুমি মাতৃ কোলে, মম হৃদয়কমলে

ভক্তগণ সঙ্গে মিলে, সুখে করিছ রমণ। ৫১।

খাম্বাজ।---তৃতালী।

কেমনে ভুলিব তোমায় (প্রিয়ে হে)
নিশি দিন হৃদয়ে হৃদয়ে গাঁথা।
রাখিয়া গিয়াছে তব অনুরূপ ছবি
নিরখি নিরখি, কত সুখী মনে
তব দরশনে প্রাণ সদা চায়।
সে স্নেহ ভালবাসা মমতা যতনে
ভুলিতে কি পারি জাগিছে স্মরণে
প্রফুল্ল বদনে, অমিয় বদনে
সকলি রয়েছে যেন বিদ্যমান প্রায়। ৫২।

আলেয়া।—শ্লথ তৃতালী।

ও কি হ'লরে চন্দ্র অস্ত; আঁধার ঘেরিল,
নিরাশা রহিল আকাশ ভাঙ্গিয়া মাথায় পড়িল।
(বহুদিন) ভারতের সৌভাগ্য-রবি গেছে চলে
বুঝি কি বিপদ ঘটালে, আবার কি আছে কপালে
কেন যায় কেশব আজ অকালে, কান্দায়ে ভারতবাসী সকলে
চাঁদের আলোয় ছিলাম ভাল, কে তাহে বাধ সাধিল

আজ ফণীর মাথার মণি কে হরিল।

আর কে তেমন করে ধর্ম্মকথা শুনাবে

যাতে জুড়ায় প্রাণ, মহাপাপী পায় ত্রাণ,

হরিনামসুধা কর্ণে ঢালিবে মা আনন্দময়ীর নাম গাইবে

আর কে বিডনপার্কে টাউনহলে মাতাবে বক্তৃতার বলে

তুমি গেলে হে সবে ফেলে হায় হায় কি হল।

ভারতের দুঃখের কথা বলিতে তুমি গিয়াছিলে বিলাতে ভ্রাতৃভাব বিলাতে ইংরাজে ভারতের প্রেমে বান্ধিতে ধর্ম্মের অমূল্য সত্য ঘোষিতে, এসে দেশের নানা উৎপাত উঠাতে করে সূত্রপাত, কোথা যাও কেশব তোমার সে সব পড়ে রহিল।

মন্দিরের বেদিতে কে বসিবে সে যে রয়েছে শূন্য, আমাদের হৃদয় শূন্য এ দুঃখের কথা কেবা বুঝিবে, দগ্ধ প্রাণে কে শান্তি ঢালিবে ঐ প্রতাপ তোমার ঘরে এল বুকে করে নেবে চল, হা কেশব কি হল, তাকে কি সান্ত্বনা দি বল।

বিপদে ডাকি তোমায়, অভয়ে, কাঁপি সভয়ে দুরদুর করে হিয়ে বস মা আনন্দময়ী হৃদয়ে শান্ত ভগবতী দেখায়ে।

ঐ কেশব রয়েছে কোলে স্তন টানে কুতূহলে

হাসে আর মা মা বলে সবে মায়ের জয় বল। ৫৩।

ভূপালী।—ভূতালী।

কেন ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই দেখিবারে পাই।

এ হেন্ নিদারুণ ভাব সাজে না সাজে না।

প্রেমে গড়া ঘরখানি দেখ ভেঙ্গে যায়

বহু যতনের ধন নিমেষে ফুরায়

হও ক্ষান্ত হও শান্ত ধরিতেছি পায়

ভাঙ্গা যোড়া দিত যে জন সে ত আর নাই।

পেয়েছি যে ধর্ম্মধন, জগতে বিলায়ে খাই

যাহার যা প্রাপ্য বুঝে দিব চল যাই

এতে নাহি লাজ বরং পৌরুষ বাড়িবে

রক্ষা পাইব সবে নিদারুণ বিচ্ছেদে

যাঁর জন্যে করি এত, সেকি এ ভালবাসিত

রাখ কথা, তাঁর ভালবাসার দোহাই।

শ্রীকেশব গিয়েছেন স্বর্গে তিনি কি আর মর্ত্তে নাই,

তারি ত প্রতিকৃতি তোমরা সকলে ভাই

দগ্ধ প্রাণের এই শান্তি, এতে ধরিয়ে জীবন

বিধির আদেশে করিব ব্রত পালন

কোথা প্রেম কোথা ক্ষমা কোথা সাম্য কোথা গো মা

আয় মা আয় নহিলে সকলি হারাই। ৫৪।

ভৈরবী।—একতালা।

শুনে যা ভাই ঐক্যতান বাদন
শুনিলে বিধানবাদ্য জুড়াবে শ্রবণ।
বাজায় বীণা বীণাপাণি, দাউদ নারদ মুনি।
তম্বুরা শূলপাণি বাঁশরী নন্দ নন্দন।
মিরিয়ম মুসার ভগিনী আনন্দে বাজায় খঞ্জনী
করে ভগীরথ শঙ্খধ্বনী বিগলিত নারায়ণ।
গণেশ মৃদঙ্গ ল'য়ে বাজায় তাল লয়ে লয়ে
গৌর নিতাই দুটী ভেয়ে নাচিছে কেমন।
(হরি ব'লে)।
কেশব একতন্ত্রী করে বাঁধি সবে এক সুরে
প্রেমদাসের গলা ধরে করেন বিধান কীর্ত্তন। (নব) ৫৫।

বাহার।—একতালা।

দুইটী ধারা পথে যেতে যেতে
পড়ে গায়ে গায়ে ঢলে।
দুইটী হৃদয় বাড়ীতে বাড়ীতে
প্রেমে গেল কেমন মিলে।

দুইটী মাণিক দু ঘরে জ্বলিত
বিতরিত কত আলো।
দুইটী রতন আদরের ধন
স্নেহের ভূষণ ভাল ;
সোণার সোহাগা সম
মিশে গেল এবে গ'লে।
(যেমন) মিলিল দুটী যাক্ ছুটাছুটী
অনন্ত প্রেমের পানে
অনন্ত মহিমা, দুটী কণ্ঠবীণা
বাজুক অনন্ত গানে।
অনন্তের ইচ্ছা হউক পূর্ণ
আশীষ সকলে। ৫৬।

কীর্ত্তন ভাঙ্গা।—একতালা।

ওমা যাস্‌নে মায়ে বাপে কাঁদায়ে
নয়নের পুতলি আমার
ঘরে থাক না কেন প্রাণসম
ওরে তোরা গেলে হবে গৃহ অন্ধকার।

(মাগো) তোরে পেয়েছিনু জহরে পাইনু
ভাসিনু সুখে অপার;
মাণিক একটী ছিল যদি দুটী হ'ল,
তোদের গলায় রাখব গেঁথে ক'রে গলার হার।
(আয় রে) দু কোলে দুজনে বসায়ে যতনে
হেরি প্রেমমুখ বারম্বার;
এ প্রাণ থাকিতে তোদের বিদায় দিতে
ওরে প্রাণ কেমন করে, বহে অশ্রুধার।
ওমা দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, দি তোদের সঙ্গে
নিত্য উপাসনা নিষ্ঠা ব্রহ্মাচার,
মা রহিল সঙ্গে (ভয় নাই ভাবনা নাই)
তাঁরে বিপদে সম্পদে ডেক বারেবার। ৫৭।

আলেয়া।—একতালা।

অনেক দিন পরে আসিলাম ঘরে
আয় ভাই রাখি বুকে;
কেমন ছিলি তোরা ভাই রে আমার
ছিলি ত পরম সুখে।

মায়ের কথা বলি দেশে দেশে ফিরি,
শুনে কত লোকে ফেলে অশ্রুবারি,
বলে থাক্ থাক শুনি প্রাণ ভরি,
যেও না যেও না অতৃপ্তি রেখে।
ভেয়ে ভেয়ে তোরা করিস মারামারি,
তার জন্য তিরস্কার নাহি করি,
যা হ'ক তা হ'ক জিজ্ঞাসা করি,
কোন ত কষ্ট দেও নাই মাকে।
মায়ের রাঙ্গা চরণ কেমন পূজেছিলি,
দেখা ভাই আমারে হৃদয় খুলি,
আয় ভাই ডাকি মা মা বলি,
ওরে মা যে সর্ব্বস্ব সুখে দুঃখে।
তোদের নাকি মন্দ বলে কত লোকে,
সাদার উপর কালি কাগজেতে লিখে,
কোথা হরিনাম ব'লবে সোণার মুখে,
না বলে অকথা কু কথা বকে।
কেমন আছে রে প্রিয় ভগিনী,
বল বল ভাই তাদের কথা শুনি,

তারা ত সঙ্গে মাকে ডাকে।
ভাল আছে ত বালক বালিকা,
প্রিয় দরশন ফুটন্ত মল্লিকা,
হাসি হাসি মুখ সরলতা মাখা,
কোলে করি কত চুম খাই মুখে। ৫৮।

মিশ্র কীর্ত্তন।—একতালা।

সবে বল ধর্ম্মের জয় যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ,
ব্রহ্মকৃপা বলে রে ভাই কিবা নাহি হয়,
দেখ চাহিয়ে তার দিব্য পরিচয়।
যারা ফেলে চক্ষের জল, সার করে বৃক্ষতল,
সারা বছর চেয়েছিল, হয়ে নিঃসম্বল,
তারা আর কাঁদে না, কেঁদে কাঁদায় না,
পাইয়ে সান্ত্বনা,
আজ আনন্দে সকলে বল জয় ব্রহ্ম জয়।
এখন হরি হরি বলে ধূলা মুঠা তুলে,
সোণা মুঠা হ'য়ে যায় (এমনি নামের মহিমা রে),
হরি হরি ব'লে পড়ে অতল জলে,

ভেসে লাগি কিনারায়। (এমনি নামের গুণই বটে)
আজ আনন্দে সকলে বল জয় ব্রহ্ম জয়। ৫৯।

ভজন।—ঠুংরি।

মধু মাখা হরি নাম কণ্ঠের হার,
হরি আমার সখা প্রেমে মাখা মাখা,
সুখের সাগরে খেলি সাঁতার।
হরি ধনে ধনী কিছু নাহি জানি
হরিপদ করি সার,
পিয়ে হরিরস মদিরা মন মাতোয়ারা
বাহ্য হারা আনন্দ অপার।
নাহি অন্য কাম জপি হরিনাম
নাশে সব বিকার,
করে নাম রটনা সবশ রসনা
নয়নে ধরে না প্রেমের ধার।
এমন সুখে ছাড়ি কেন লোকে
ফিরে দূরে অনিবার,
আনন্দে নন্দ ঘ্রাণে মকরন্দ
টুটে ভববন্ধ দুঃখ কারাগার। ৬০।

বেহাগ।—আড়া।

মন রে ভ্রান্তি তোমার।
দিতে চাও বিসর্জ্জন স্বর্ণপ্রতিমার।
মাকে বিদায় দিবে, কারে ল'য়ে গৃহে রবে,
আলোক উজ্জ্বল গৃহ, করে অন্ধকার॥
নিত্য নিত্য মন ক'রে, মার পূজার তরে,
কোথায় পাইবে এত, পূজা উপচার;
জাননা তুমি জাননা, মা যে অন্নপূর্ণা,
ত্রিভুবন পালিনী, পালন সংসার॥
যে দরিদ্রের আলয়ে, সামান্য প্রেম পেয়ে,
থাকে পরিতৃপ্ত হয়ে, জানে চরাচর;
যে একবিন্দু প্রেম পেলে, দেয় রে সিন্ধু কোল,
তাকে দিবি জলে ফেলে, একি অবিচার। ৬১।

ঝিঁঝিট।—একতালা।

বিফল জীবন, বিফল মরণ।
তরুলতা মৃগ পক্ষীসম
হরিপদে মন না হল মগন।

পিঠে পাপভার, চক্ষে দুঃখধার,
চলিয়াছি পথে, কেহ নাহি সাথে,
কেন এসেছিনু, কেনই বা যাই,
নাই কি কারণ।
বিধির বিধানে, সকলে এখানে,
সাধিছে সকলে, তাহার উদ্দেশ,
বিধির বাহিরে আমি কি কেবল
অন্যের গঠন ?
সব তোরা নে, পথ ছেড়ে দে,
না রব এদেশে, যাইব স্বদেশে,
ঐ কে ডাকেরে আমায়,
আয় আয় বলে, মায়ের মতন। ৬২।

ভৈরব।—একতালা।

চিদাকাশে নীলাকাশে, জ্যোতি প্রকাশে
জল কমল স্থল কমল,
হৃদয় অমল হাসে।
জেগেছে পাখী, জেগেছে প্রাণ,

মধুর ললিত তুলিয়া তান,
দুলিছে হৃদয়, দুলিছে কমল করুণা বাতাসে।
ফুটেছে বন, মানস কানন,
শুভ্রবসনে ঊষা আগমন,
ভকতি করিছে পূজা আয়োজন,
নমি পরমেশে।
করে মন গুণ গুণ, অলি গুণ গুণ,
প্রভাত সংঙ্গীতে সমান নিপুণ;
প্রেম মদিরা পিয়ে মাতোয়ারা,
পরম উল্লাসে
উঠেছে যোগী, উঠে নাই ভোগী,
উঠেছে ভকত, প্রেমানুরাগী,
বন্দে ছন্দে জগৎ বন্দে
প্রাণেশ মহেশে। ৬৩।

ভৈরব।—আদ্ধা

খোজ কোথা আমারে জীব,
আমি রে তোর পাশে।

জবাই কি বলিদানে, হাড়ে কিম্বা মাসে,
তর্কে বাক্ যুদ্ধে কভু, আমায় কি প্রকাশে।
মন্দিরে মস্‌জিদে, কাশী কি কৈলাসে,
অযোধ্যায় দ্বারকায় নাই, আছিরে বিশ্বাসে।
কর্ম্মকাণ্ডে নইরে আমি, যোগ বৈরাগ সন্ন্যাসে,
পলকে পায় সে আমায়, যে জন তল্লাসে।
সহর বাহিরে ধাম, গৃহরে মানসে,
কবির কহে শুন সাধু সবার সকাশে। ৬৪।

মালকোষ।— একতালা।

সুপ্রভাত নিশা জাগোরে ভাই, হরি হরি বলো
শ্রীহরি স্মরণে, পাপ নাশনে, দিন যাবে ভাল,
তাঁহারি কার্য্যে, তাঁহারি রাজ্যে,
তাঁর সাহায্যে চলো, কৃপাময়ের
এতই করুণা, জনম হবে সফলো।
চৌদিকে ফেরে, পাপ তস্কর
মৃত্যু লইয়া রঙ্গে,
যেওনা একেলা সে পথে বিপদ রাখ নাম সঙ্গে ;
গাইছে নন্দ সদানন্দ প্রেমানন্দে বিহ্বলো। ৬৫।

ভৈরব।—যৎ।

লহ নিজ হাতে তুলে।
আমি ছোবনা মলিন হবে ছুঁলে।
পাপে তাপে জীবন, শুকায়ে গিয়েছে,
তোমারি করুণায় মরিয়ে বেঁচেছে।
দেখ দেখ চেয়ে, তোমারি প্রেমে নেয়ে,
শোভে পাষাণ প্রাণ, ফল ও ফুলে।
তুমি যে পিতামাতা, শোকে শান্তি দাতা,
এসব মরম কথা, গিয়েছিনু ভুলে ;
দাও হে চরণ, হৃদয় ভূষণ
কূল পেলে কূলহীন, পড়িয়ে অকূলে। ৬৬।

কীর্ত্তন।

(তোমার) এই গুণে জগৎ জনে,
পড়ে আছে ঐ চরণে।
পাপী সাধু সমভাবে,
দেখিছ প্রেম নয়নে।

ক্ষুধা তৃষ্ণা অনিবার,
শান্তি নাহি দেখি আর,
মেটে ক্ষুধা পূরে আশা
হৃদে রেখে তোমায় যতনে ।
ব্যাকুলে ডাকিলে পরে,
দেখা দেও দয়া করে,
শূন্য প্রাণ পূর্ণ তায়
প্রেমালোক বিতরণে ।
শোকে তাপে ভগ্ন প্রাণ,
তোমায় করিলে দান,
যায় শোক যায় তাপ,
শোকী তাপী সবে জানে ।
তুমি হে আশা ভরসা,
সংসার দুর্দ্দিনে,
কুদীন সুদীন হন,
তব শরণ মননে ।
মরণ ভয় বারণ,
শ্রীমূরতি দরশনে,

তাই অনিমেষে চেয়ে থাকি,

রেখে নয়ন নয়নে।

তুমি হে হৃদয় স্বামী,

কি আর বলিব আমি,

দেখ দেখ রেখ দাসে,

অন্তিমে সেই দিনে। ৬৭।

ছায়নট।—একতালা।

রোগে শোকে দুখে তাপে, আয় মা আয় কাছে

তুমি বিনা আপনার, আমার কে আছে॥

জানিনা জানিনা কোথা পরকাল

কোথা কোন লোকে

চল চল যাই তোমার সঙ্গে

তব পাছে পাছে॥

গড়েছ তুমি ভাঙ্গিবে তুমি

এতে কিবা কথা আছে

সে তোমার তোমারি

অচল শরণ যাচে॥ ৬৮।

বেহাগ।—একতালা।

পেতে দে মা অভয় চরণ

আমি শুইয়ে দি তায় মাকে,

এ সংসারের ঝালা পালা

আর ছোঁবে না তাকে।

তুমি বস্তু তোমার ছায়া

জানি জননীকে,

মার কোলে বসিল মা

সুখী হলেম দেখে।

এস মা আনন্দময়ী

এস আমার বুকে,

শোক তাপ নিবারি

তোমায় মা মা মা বলে ডেকে॥ ৬৯।

এস এস এস এস ওহে প্রজাপতি

অমৃতানন্দ সহ বহে প্রীতি সরস্বতী।

এ মধুর মিলনে, তোমার বিধানে,

তুমি নাথ প্রেমময়, করহে তাহে বসতি॥

তব পাদ মূল যেন ধন্য করে কুল,
হও তুমি অনুকূল করি মোরা এই মিনতি ॥ ৭০ ।

বেহাগ।—একতালা।

কে বসে ঐ মায়ের কোলে।
এবে হয় অনুভব প্রাণের কেশব
নইলে অমন করে কে মা মা বলে।
ডাকিছে সকলে মায়ের গলাধরে,
"আমার মাকে কি দেখেছিস বল সত্য করে
দেখেছি দেখেছি তোমার মাকে দেখেছি
ভুবন মোহিনী যায় ভুবন ভুলে। ৭১।

ইমন কল্যাণ।—তিব্র তাল।

বিদায় আশীষ, কুশল প্রসাদ দেও সখা দেও আমারে।
এ ভালবাসা হৃদয়ে গাঁথা, রবে জাগিয়ে চিরদন তরে ॥
বলেছি কত করেছি কত স্নেহ ক্ষমা গুণে ক্ষমেছ তাত।
ছিলাম যে সুখে, কি বলিব মুখে, নাই তার ভাষা আঁখি ঝরে ॥
ডাকি দয়াময়ে, সঙ্কট সময়ে আসি দেখা দিন সবার হৃদয়ে
দিওন আশীষ পরাণ ভরিয়ে প্রেমে বাঁধা থাকি পরস্পরে ॥ ৭২।

কীর্ত্তন।—একতালা।

সকলি দিয়াছ কিবা না পেয়েছি
মিটেছে কৈ পিয়াসা।
জেন হে জেন পরাণ বঁধু তোমাতেই মম প্রত্যাশা।
বনে কত কুসুম ফুটে, আবেশ চুম্বি ছুটে
ফুলবান গিয়াছে, ফুটে তোমাতেই মম প্রত্যাশা॥
(তোমার ফুল বানে আহত আমি)
চাঁদে কত সুধা ঢালে, পান করে ওজন ভুলে।
বিভোর নেশা ধরাতলে, তোমাতেই মম প্রত্যাশা॥
সুললিত গায় পাখী, গান শুনে তার গান শিখি
আত্মারাম প্রাণারাম, তোমাতেই মম প্রত্যাশা॥
নদী সব সিন্ধু মিলে, নাচে গায় তুফান তুলে
আনমনে পা পিছলে, দিয়েছি তায় গা ভাসা॥
(আনমনে তাই শুন্তে শুন্তে) (তোমার প্রেম সাগরে)
দিয়াছ দম্পতি প্রেম সোহাগে গলিত হেম
অভ্যাসি তোমার প্রেম, তোমারি ভাল বাসা॥
(আস্বাদি তোমার প্রেম তোমাতেই মম প্রত্যাশা)
সুকুমার কুমার মুখে চুম খাই মনের সুখে,

এমনি করে রাখব বুকে তোমাতেই মম প্রত্যাশা ॥
সতীরে সাজায় যেমন দিয়ে নানা আভরণ
দিয়ে আমায় ধন মান জন ভুলাবে নাহি ভরসা ॥
(ধন দিয়ে তোমায় না দিয়ে) (আমায় করেছ সিয়ানা চতুর)
নয়নে নয়ন রাখি, অনিমেষ চেয়ে থাকি
আরো দেখি আরো দেখি দেখে মিটে কৈ পিয়াসা। ৭৩।

রামপ্রসাদী।

কে মা তোর কোলে দোলে।
আর ডাকে মা মা মা বলে ॥
আমার প্রাণের কেশব কে বলে শব
ঐ যে শোভে তোমার কোলে ॥
জগতের আশা ভরসা ঐ মা তোর শিশু ছেলে
আচার করে আচার শিখায় ভাই ভগিনী সকলে ॥
আমার মাকে দেখ্‌সে বলে ডেকে আনে সকলে
এই আমার সুন্দরী মা দেখরে তোরা নয়ন খুলে ॥ ৭৪।

সিন্ধু খাম্বাজ।—পোস্ত।

আপনার ঘরে আপনি রব যাব নাক কারো দ্বারে।
যা চাই তাই হাতে পাই বসে নিজ অন্তঃপুরে॥
পরম ধন সেই চিন্তামণি যা চাই তা দিতে পারে,
কত মুণি ঋষি পড়ে আছে চিন্তামণির নাচ দোয়ারে॥
পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ফিরে কথায় কথায় কথা বাড়ে
এতে লাভ নাই ক্ষতি আছে দেখলাম বসে হিসাব করে॥
প্রাণের গভীর দুঃখের কথা আর আমি বলিব কারে
মনের মানুষ আছে ঘরে গোপনেতে বলব তারে॥ ৭৫।

ইমন কল্যাণ।—তেওরা।

মঙ্গল আশীষ, বরিষ দয়াময়, হে দীনবন্ধু ধরাপরে।
তব কৃপা বিনা সকলি বৃথা কি কাজ এ প্রাণ ধরে॥
কর দৃঢ় কর্ম্মঠহস্ত, পরহিতে জীবন নস্ত
তারিতে বিপদ গ্রস্থ দেহ সুমতী হিয়া মাঝারে॥
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ চতুবর্গ সাধন
উপায় স্বরূপ মানব জীবন
তব পদে নাহি করিলে অর্পণ
কি ফল ভার বহন করে॥ ৭৬।

কীর্ত্তন।

এই তো হে হৃদয় বিহারী
আমার হৃদি মাঝে বিরাজিত অপরূপ মাধুরী ॥
নয়নের তারা তুমি, শুভ সম্মিলন
কর্ণে সুধাময় নাম মধু বরষণ
রসনায় দয়াল নাম ভব ভয়হারী ॥
তুমি অন্নের অন্ন প্রাণের প্রাণ
মনের মন জ্ঞানের জ্ঞান আত্মার আত্মা আত্মরাম হরি,
প্রেম যোগে ভাবাবেশে ভেদা ভেদ পাসরি ॥
আকাশে অনন্ত তুমি বিরাট মহান
ধরাতলে বিশ্বরূপ, দেদীপ্যমান
সাকারে নিরাকার তুমি, আহা মরি মরি ॥
হস্তে মহাশক্তি তুমি নানা পুণ্য কর্ম্ম,
ভাবনায় ভাবময়, মরমের মর্ম্ম
নব বৃন্দাবনে তুমি বিবেক বংশীধারী ॥ ৭৭।

খাম্বাজ।—তৃতালী।

তুমি যারে কর আপনার
কে ভাল বাসে নাহি বাসে আর কেন সে বিচার।

নয়নের হয়ে তারা দেখাও রূপ আঁখি ভরা
রসনায় মা নাম কি ভয় ভাবনা তার ॥
আপন ঘরে আপনি থাকি যাইনা কার দ্বার
খুলিয়ে রেখেছ তোমার অনন্ত ভাণ্ডার
তোমারি প্রেম পেয়ে রাখিব কি লুকাইয়ে
শত্রু মিত্রে করি তাই সম ব্যবহার ॥
সুখে রাখ দুঃখে রাখ সকলি স্বীকার ;
উঠাইলে উঠি ছুটাইলে ছুটি
প্রাণ দানে ইচ্ছা পূর্ণ হউক তোমার ॥ ৭৮।

ভৈরবী।—তাল একতালা।

কবে ফুলের মত হবো।
তুই হবি মা লতা পাতা আমি তাতেই ফুটে রবো ॥
পাতার রঙ্গে ফুলের রঙ্গে দিব্য রঙ্গ মিলাবো
যে চাহিবে আমা পানে তার প্রাণ কেড়ে লবো ॥
পুষ্প পরাগ প্রেমের সোহাগ তাহে শুদ্ধ নবানুরাগ
হয়ে নির্ব্বিকার বিতরাগ, গন্ধ ছড়াইবো ;
পুণ্য ভরা হাসি হেসে, চিত্ত বিকার ঘুচাইবো ॥
শিশির বিন্দু দলে দলে যেন কত মুক্তা ঝলে,

প্রেম গঙ্গে প্রেম হিল্লোলে, সুখে দোল খাব,
ভক্ত কোলে ভগবতী রূপে ভুবন ভুলাইবো॥ ৭৯।

ঐ

আমার গোপাল গোঠে যাবে না।
তারা যারে প্রভাত তপন ধির সমীরণ বিহঙ্গগণ ডেকনা ডেকনা
বনে বনে বুলে কণ্টকদলে পায় কত বেদনা
পাপ সার্দ্দুল ভল্লুক দেখায় বিভীষিকা
কখন কি হয় বড় ভাবনা॥
সে ছটা গরু রাখিব বেন্ধে আর ছেড়ে দিবনা
তারা খন্দ খেয়ে খাওয়ায় গাল
বাছার আমার কত লাঞ্ছনা॥
ধরেছে বায়না গলা যে ছাড়েনা আজ ঘরে থাক্‌না
ঘরে করিবে খেলা আনন্দ মেলা
দেখতে মার সাধ কি যায় না॥ ৮০।

সম্পূর্ণ।